টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

শীতবস্ত্রের বিপুল আয়োজন

সর্ব্বপ্রকার শাল, আলোয়ান, র‍্যাগ, খদ্দর চাদর এবং গরম কোট ও সার্টের কাপড় আসিয়াছে।

বিভিন্ন মিলের ধুতি, শাড়ী, বোম্বে প্রিন্টেড টেরিকট, টেরিলিনের শাড়ী ও যাবতীয় টেরিকট, টেরিলিন ও সুতী সার্টিং ও কোটিং এর বিরাট আয়োজন।

মুদ্রা বস্ত্রালয়

জঙ্গিপুর পোষ্ট অফিসের পার্শ্বে

৫৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৭ই পৌষ বুধবার, ১৩৭৭ ইং 23rd Dec. 1970 | ৩০শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

ষ্টার ও প্যাগোডা ব্র্যাণ্ডের

সর্ব্বাধুনিক ডিজাইনের সকল রকম

কার্ডের বিরাট সমাবেশ।

॥ পণ্ডিত প্রেস ॥

রঘুনাথগঞ্জ : মুর্শিদাবাদ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের

মনের মত ভাল বই

সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

STUDENTS' FAVOURITE

Phone—R.G.G. 44.

আজকে তোদের বাড়ছে ট্যাক্স
কাল্‌কে তোদের কন্যাদায়।
তার পরদিন ঘর বাড়ী সব
ভাসিয়ে দিলে বন্যা হায়!
—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই পৌষ বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

॥ এপার বাংলা— ওপার বাংলা ॥

পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরিয়া যে খুন-জখমের পালা চলিয়াছে, তাহার প্রভাব আজ জনমনে এমনভাবে পড়িয়াছে যে, সংবাদপত্র হাতে আসিলেই প্রত্যেকেরই প্রথম জিজ্ঞাসা দাঁড়ায়—কয়টির মৃত্যু হইল। এই মৃত্যু অবশ্য স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। কেহ বোমায়, কেহ গুলিতে, কেহ বা ছুরিতে প্রাণ দিতেছেন। সংবাদপত্রগুলি এই ধরণের মৃত্যুর খতিয়ান দিতে দিতে আজ ক্লান্তপ্রায়। যুক্তফ্রণ্ট-শাসনকালে দেশের অবস্থায় 'গেল গেল' রব বহুশ্রুত। আজ রাষ্ট্রপতির শাসনাধীন পশ্চিমবঙ্গের নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। কর্ত্তা ব্যক্তিদের নির্বিকারত্ব বিশেষ লক্ষণীয়।

বরং গদ্দির জোরটা এত বেশী যে, যাহা মনে আসে, যাহা মুখে আসে বলিয়াই যেন সব খালাস। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে কেন্দ্র কী নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা জানি না; তবে আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মানুষে বুঝিয়াছে তাহা এই যে, বাংলা ও বাঙ্গালীর দিকে এক প্রচণ্ড উদাসীনতা যেন বিরাজ করিতেছে। সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে নব কংগ্রেস সংসদীয় দলের কর্মপরিষদের বৈঠকের কথা আমরা জানি। তাহাতে এই রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া পড়ায় প্রচুর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। নব কংগ্রেসের মূল হোত্রী এই বৈঠকে মত প্রকাশ করেন যে, অপরাধপ্রবণেরা নকশাল-তকমা আঁটিয়া আন্দোলনের নামে এই সব দুষ্কর্ম করিতেছে। তাঁহার আরও ক্ষোভ যে, কিছু রাজনৈতিক দল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাইতেছেন। তাহা ছাড়া তিনি মনে করেন যে, হিংসাত্মক কার্যকলাপ আজ শুধু ভারতেই ঘটে না, পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যাইতেছে। পররাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর ধারণা, বিভেদকামী দলসমূহ সংসদীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করিবার জন্য গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি লইতেছে।

অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের আইন ও শৃঙ্খলার অবনতির কারণ অপরাধপ্রবণদের ক্রিয়াকলাপ ও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি। কিন্তু মূল প্রশ্ন হইতেছে যে, এই রাজ্যে দিনের পর দিন আর কত হতভাগ্য মৃত্যুবরণ করিবে? কত শিক্ষায়তন বিনষ্ট হইবে? এই সব দুষ্কর্মের মোকাবিলায় কেন্দ্রের ভূমিকা কতটুকু সুফল প্রসব করিয়াছে? তবে কি যখন-তখন বোমছুরিতে মৃত্যুবরণ করিতে হইবে এই হতভাগ্য পশ্চিমবঙ্গবাসীকে? রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব কেন্দ্র তথা রাজ্য প্রশাসনিক দপ্তরের নাই? সি, আর, পি, ত দীর্ঘদিন হইতে এখানে রহিয়াছে, উন্নতি কিছু হইয়াছে কি?

অপরপক্ষে আজিকার চিন্তাধারায় ইহাই কি বিপ্লব? পরস্পরের রক্ত-মাংস খাইয়া উজ্জ্বল দিনের সন্ধান মিলিবে কি? এ পর্যন্ত যত কিশোর ও যুবক নিহত হইয়াছেন, তাহা বাংলার যুবশক্তিকে কতটা ক্ষয় করিল কে ভাবিবে? এক অদ্ভুত কুটিল রাজনীতি এই দেশকে নরকের গ্লানিতে লিপ্ত করিতেছে।

প্রসঙ্গতঃ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পূর্বপ্রান্তের কথা ভাবা যাক। আয়ুবশাহীতে পূর্ববঙ্গকে নানাদিক দিয়া চাপিয়া রাখার চেষ্টায় তত্রত্য বাঙ্গালী প্রতিবাদে সোচ্চার হইয়াছিলেন। জনাব ভুট্টোর বাঙ্গালী-প্রীতির নমুনাও তাঁহারা জানিয়াছিলেন। দীর্ঘ ধৈর্য ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপে এই বাঙ্গালীই শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক নির্বাচনে যোগ্য প্রত্যুত্তর দিলেন। পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালীরা জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে চলিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের অভিনন্দন জানাই। আর এপার বাংলায় প্রতি ধূলিকণায় একটা নৈরাশ্য-ময় দীর্ঘশ্বাস। এখানে প্রশাসনিক অক্ষমতা ঢাকিয়া রাখার নানা কৈফিয়ৎ; উপরন্তু আত্মহনন—এই দুয়ের সংমিশ্রণে বাঙ্গালীত্বের অভিমান আজ কি শুধু আর্তনাদই করবে? যুবমনে চরম হতাশা ও নৈরাশ্য পরিলক্ষিত হইতেছে। বেকারত্বের অভিশাপে যুবসমাজ জর্জরিত। ইহার উপর বাহিরের প্ররোচনা যদি আমাদিগকে ধ্বংসের নৃত্যে মাতাইয়া তোলে, তবে সে দুর্দৈব অচিরকালেই দেশকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে।

জঙ্গিপুর কলেজে হামলা

গত ১৮ই ডিসেম্বর রাত্রি আন্দাজ ১২ ঘটিকায় প্রায় ২২ জন যুবক মুখোস পরিয়া কলেজে পাহারারত চারিজনকে মুখে কাপড় গুজিয়া বাঁধিয়া ফেলে। পরে অফিসের পার্শ্ববর্ত্তী ঘরের দরজা ভাঙ্গে ও চারিদিকে কেরোসিন, পেট্রল ছিটাইয়া দেয় সেই সময় কিছুসংখ্যক হোমগার্ড আসিয়া পড়ায় অগ্নিসংযোগ করিতে পারে নাই। জঙ্গিপুর হাই স্কুলের পাহারাদারেরা বিপদসূচক ঘণ্টা বাজাইতে আরম্ভ করায় শহরের বহু ব্যক্তি জাগিয়া উঠেন ও ঘটনাস্থলে সমবেত হন। কিছুক্ষণের মধ্যে খবর পাইয়া সি, আর, পি কলেজে উপস্থিত হয় ও চারিপাশ অনুসন্ধান করিয়া কিছু সংখ্যক তাজা বোমা, পেট্রল ও কেরোসিন টিন সংগ্রহ করে থানায় লইয়া আসে। এখন পর্য্যন্ত সি, আর, পি কলেজে মোতায়েন আছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

সামরিক ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভোটার তালিকা প্রকাশ

সরকারী খবরে জানা গেল যে ১৯৬০ সালের নির্ব্বাচক নিবন্ধন নিয়মাবলী অনুসারে ৪৬নং ফরাক্কা, ৪৭নং সুতী, ৪৮নং জঙ্গীপুর এবং ৪৯নং সাগরদীঘি বিধানসভার সংশোধন সূচীসহ ভোটার তালিকা জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য ১৯৭০ সালের ২১শে ডিসেম্বর জঙ্গীপুর মহকুমা-শাসক অফিসে প্রকাশিত হয়েছে।

NOTICE

As required under section 47 of the M. V. Act 1939, it is notified for the information of all concerned that the R. T. A., Murshidabad, proposes to issue temporary state carriage permits on the following routes for the interest of the travelling public.

Description of the route	No. of permit and trip to be issued.
1. Berhampore to Gopalpurghat via Raninagar and Seikhpara	1 (one) permit with 1 (one) trip each way daily.
2. Berhampore to Beldanga	1 (one) permit with 4 (four) trips each way daily.

Any representation made by persons already providing passenger transport facilities by any means along or near the proposed routes or by any association representing persons interested in the provision of road transport facilities or by any local authority or police authority under whose jurisdiction any part of the proposed routes lies, will be received by the Secretary, R. T. A., Murshidabad, upto 5-00 P. M. on 15. 1. 71.

The date, time and place at which the representations received, if any, will be considered by the R. T. A., Murshidabad, will be intimated in due course.

Sd/- P. K. Bhattacharjee
Secretary, R. T. A., Murshidabad.

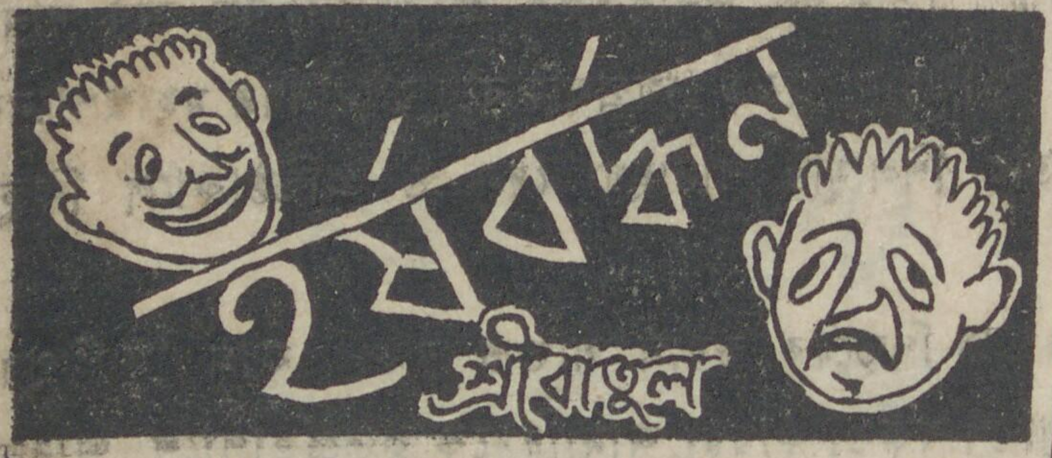

কলকাতা এলাকায় মাল খালাসের অভাবে নাকি রেল-ওয়াগন আর বন্দরের জাহাজগুলি প্রায়ই খালাস পায় না।

কিন্তু আর একধারে খালাস হচ্ছে ত। এখন যখন তখন 'খা লাশ'।

* * *

পাক সরকার ঘূর্ণিঝড়বিধ্বস্ত পূর্ববঙ্গবাসীদের মানসিক স্থৈর্য ফিরিয়ে আনার জন্যে তাঁদের কাছে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসকের দল পাঠিয়েছেন বলে সংবাদ।

—জনগণমনস্তত্ত্ব-অভিজ্ঞ জয় হে………।

* * *

'সত্যি, সেঞ্চুরি শাড়ী মন ভরে দেয় রঙের অপূর্ব ছটায়……'—সেঞ্চুরির বিজ্ঞাপন।

—তা ঠিক, আকর্ষণে শতরাণ (সেঞ্চুরি) পূর্ণ হলেও 'ইয়েদের' বায়না মেটাতে 'ওনাদের' চোখে তখন সর্ষেফুলের রঙের অপূর্ব ছটা লাগে।

* * *

পশ্চিমবাংলায় এ পর্যন্ত ২১২টি কলকারখানা বন্ধ আছে— সংবাদ।

নয়াজমানার কাণ্ডকারখানা।

* * *

এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রে হাই কমিশন রাখে কেন? —প্রশ্ন

—পেতে, দিতে কিংবা পুষতে উঁচু কমিশনের ব্যবস্থা করার জন্যে।

* * *

জনৈক পত্রদাতা: এই দেশ যে গেল; বাঙ্গালী জাগবে কবে?

—'শীতঘুম' কাটলে পরে।

বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের

সম্পাদক গ্রেপ্তার

গত ২২শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার বৈকালে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ ৪০৯ ধারা, ১২০বি ধারা ও ৪২০ ধারার অভিযোগে বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চতর মাধ্যমিক সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের সম্পাদক, বাড়ালা পোষ্ট-অফিসের পোষ্ট মাষ্টার ও বহরমপুরের বিখ্যাত সেন বাবুদের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী শ্রীঅমূল্যরতন চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখেন। পরদিন তাঁহাকে কোর্টে হাজির করার পর রঘুনাথগঞ্জ শহরে থাকার সর্ত্তে জামিন দেওয়া হয়েছে। প্রধান শিক্ষক প্রমুখ আরও কয়েকজন শিক্ষকের নামে ওয়ারেণ্ট আছে। তিনি রঘুনাথগঞ্জ শহরে শ্রীদিগম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যহ হিতাকাঙ্ক্ষীরা তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন।

"ভ্রমর জানয়ে কমল মাধুরী
সেই সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
আনে কহে অপযশ॥"

পরলোকে

রায় বাহাদুর রামপ্রসাদ ঘোষাল

রঘুনাথগঞ্জ থানার মণ্ডলপুর গ্রামের বিখ্যাত ঘোষাল পরিবারের স্বর্গীয় রায় বাহাদুর হরিপ্রসাদ ঘোষাল মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ রায় বাহাদুর রামপ্রসাদ ঘোষাল মহাশয় বিগত ২২শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার তাঁহার কাশীধামস্থ ২০২, রামাপুরা "হরি-নিবাস" এ ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বিধবা পত্নী, তিন পুত্র, ছয় ক…।, পুত্রবধূ, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় অমায়িক, মিষ্টভাষী স্বজন-বৎসল ও ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি বর্ত্তমান যুগে বিরল। তাঁহার পিতৃদেব গত ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলাবোর্ডে এককালীন ষোল হাজার টাকা দিয়া মণ্ডলপুর গ্রামে

পর পৃষ্ঠায় দেখুন

• খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসীলিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কো[illegible]ানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীনবীগোপাল সেন,** কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(৩য় পৃষ্ঠার জের)

তাঁহার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর স্মৃতিরক্ষার্থে "সর্ব্বমঙ্গলা দাতব্য চিকিৎসালয়" স্থাপন করেন। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে বহু অর্থ দান করিয়াছেন। কাশীধাম হইতে রামপ্রসাদ বাবু রঘুনাথগঞ্জ মহাশ্মশানের ৺রী কালীমাতার শিলামূর্ত্তি পাঠাইয়া দেন ও প্রতিষ্ঠাকালে কিছু অর্থও দেন।

তিনি ও তাঁর পিতৃদেব সুদীর্ঘ সাতান্ন বৎসর কাল "জঙ্গিপুর সংবাদ" এর পৃষ্টপোষকতা করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা স্বজন-বিয়োগজনিত ব্যথা অনুভব করিয়া পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবান তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি বিধান করুন।

বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনী

জেলা তথ্য আফিসের সহযোগিতায় বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা পত্রিকা আগামী ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৭০ থেকে দুই দিনের জন্য জেলা তথ্য কেন্দ্রে বহরমপুর বিজ্ঞান বিষয়ক একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করছেন। প্রদর্শনীর কর্ম্মসূচী নিম্নরূপ হবে বলে স্থির হয়েছে।

২৭-১২-৭০ :— সকাল ১০ টায় জেলা তথ্য কেন্দ্রে প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। বিকাল ৫ টায় খ্রীশ্চান ট্রেনিং কলেজে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা ও শ্রীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সিনেমা শ্লাইডে চন্দ্রাভিযান প্রদর্শন।

২৮-১২-৭০ :— জেলা তথ্য কেন্দ্রে প্রদর্শনী বিকাল ১টা থেকে রাত ৮টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। বিকাল ৪ টায় খ্রীশ্চান ট্রেনিং কলেজে বিজ্ঞান বিষয়ক ছায়াচিত্র দেখাবেন কেন্দ্রীয় ফিল্ড পাবলিসিটি দপ্তর, বহরমপুর।

২৪৯৭ টাকা খোয়া গিয়াছে

বিগত ১৮ই ডিসেম্বর শুক্রবার '৭০ বেলা ১২-৩০ ঘটিকার সময় জঙ্গিপুর সবরেজেষ্ট্রী অফিস এলাকায় দলিল-লেখকের ঘর হইতে আমার ভ্রাতা শ্রীঅমলকুমার পণ্ডিতের হেফাজত হইতে ননজুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প চালান দেওয়ার ২৪৯৭ টাকা খোয়া গিয়াছে। বহু অনুসন্ধান করিয়াও কোন তল্লাস পাওয়া যায় নাই। নোটের তালিকাসহ রঘুনাথগঞ্জ থানায় F. I. R. করা হইয়াছে।

—সম্পাদক "জঙ্গিপুর সংবাদ"

১০ নং ফরম দাখিলের সময় বাড়িল

পত্রান্তরে প্রকাশ, রাজ্য সরকার ১০ নং ফরম দাখিলের সময় ৩১শে ডিসেম্বর হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বাড়াইয়াছেন। এই ফরম দাখিলের প্রথম মেয়াদ ছিল ৩১শে মার্চ্চ, ১৯৭০—এখন দাঁড়াইল ৩১শে মার্চ্চ, ১৯৭১

জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত দেশবন্ধু যতীনদাস পাঠাগারের বর্তমান অবস্থা শীর্ষক প্রবন্ধের*

প্রতিবাদ

গত ৯ই অগ্রহায়ণ তারিখে 'জঙ্গিপুর সংবাদে' প্রকাশিত জনৈক শুভাকাঙ্খী একটি পত্রে দেশবন্ধু যতীনদাস পাঠাগার সম্পর্কে কিছু অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। আমি শ্রীস্বদেশ আচার্য, গ্রন্থাগারিক আমার বক্তব্য শুভাকাঙ্খী, সম্পাদক ও জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে পেশ করছি। আমি মনে করি, (১) উক্ত শুভাকাঙ্খী পাঠাগারের সহিত সংশ্লিষ্ট এমন এক ব্যক্তি যিনি প্রতিষ্ঠানের তথ্য কোন প্রকার আলোচনা না করে সংবাদপত্রে প্রকাশ করে প্রতিষ্ঠানের তথা গ্রন্থাগারিকের সুনাম ক্ষুণ্ণ করতে চান। (২) উক্ত শুভাকাঙ্খী গ্রন্থাগারিক শ্রীস্বদেশ আচার্য্যের প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ পোষণ করেন এবং অসত্য ও ত্রুটিপূর্ণ তথ্য দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে চান। যাই হোক যে অভিযোগগুলি একান্ত আমার সম্পর্কে আমি তার যথাযথ উত্তর দিতে চেষ্টা করছি। (ক) যে সকল সাপ্তাহিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা বিক্রয় হয়েছিল সেগুলি পোকায় কাটা ও হারানো অর্থাৎ অনিয়মিত সংখ্যাগুলি এবং সেটা সম্পাদক মহাশয়ের নির্দ্দেশেই হয়েছিল। উক্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রন্থাগারের হিসাবের অন্তর্ভূক্ত আছে। (খ) ইলেকট্রিক বিল সংক্রান্ত— এই তথ্য শুভাকাঙ্খীর অজানা থাকার কথা নয় তবুও এই ত্রুটিপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করায় এই সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে যে হয় শুভাকাঙ্খী ভদ্রলোক শ্রীআচার্য্যের প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ পোষণ করেন অথবা তিনি সত্যকে গোপন করতে চান। ইলেকট্রিক বিলের হিসাব দেখাইতে গিয়া তিনি আমার কার্য্যকালে যে মাসে বেশী টাকা উঠেছে তাহাই উল্লেখ করেছেন অথচ সামগ্রিকভাবে সারা বছরে মোট কত টাকা ইলেকট্রিক বিল হয়েছে তাহা সুকৌশলে গোপন রেখেছেন। এবং আমাকে অপদস্থ করার আগ্রহে ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি কার্য্যে যোগদান না করা সত্বেও সেই মাসের বিল আমার আমলের বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "এক মাসে তেত্রিশ টাকাও উঠেছে"। এর উত্তরে আমি বিনীতভাবে নিবেদন করতে চাই, ডিসেম্বর (৬৯) মাসে ৩৩ টাকা ৬০ পয়সার বিল ছিল কিন্তু নভেম্বর মাসের বিলে current charge ছিল না। উপরন্তু ঐ সময়ে দুর্গাপূজা উপলক্ষে সম্পাদকের লিখিত নির্দ্দেশে (তাং ১৭-১০-৬৯) সার্ব্বজনীন পূজা কমেটি পাঁচদিনের জন্য গ্রন্থাগার হইতে Electric current ব্যবহার করেছিলেন এবং তাহার কয়েকদিন পর লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষ্যে উক্ত পূজা কমেটি গ্রন্থাগার হইতে ইলেকট্রিক current ব্যবহার করেন। এ ছাড়াও সার্ব্বজনীন কালীপূজা উপলক্ষ্যে তরুণ রায়ের আবেদনক্রমে সম্পাদকের লিখিত অর্ডার বলে (তাং ৮-১১-৬৯) গ্রন্থাগার হইতে ইলেকট্রিক current ব্যবহার হয়েছিল। ফেব্রুয়ারী (৬৯) মাসে ২৩.৯০ পয়সা বিল উঠেছিল। উক্ত সময়েও সরস্বতীপূজা (গ্রন্থাগারে) উপলক্ষ্যে স্বভাবতঃ বিদ্যুৎ বেশী ব্যবহার হয়েছিল। ঐ ঐ পূজা কমেটি (যাহারা গ্রন্থাগার হইতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেছিলেন) অতিরিক্ত ইলেকট্রিক খরচ দিবার প্রতিশ্রুতিতে তাহা দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর শুভাকাঙ্খী ভদ্রলোক শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ ধরকে মাসিক ২ টাকা ৫০ পয়সা হতে ১১ টাকা তিন পয়সা বিল তোলার কৃতিত্ব দিতে চেয়েছেন। কিন্তু একথা শুভাকাঙ্খীর অজানা নয় যে একমাসে প্রত্যহ নিয়মিত ৬টা পয়েন্টে আলো জ্বালিয়ে, দুটো পয়েন্টে পাখা চালিয়ে এবং একটা পয়েন্টে রেডিও বাজিয়ে অর্থাৎ মোট নয়টা পয়েন্ট নিয়মিতভাবে একমাস ব্যবহার করিলে একমাসে দু'টাকা পঞ্চাশ ইলেকট্রিক বিল উঠে না। বিদ্যুৎ ঐ মাসে একেবারেও ব্যবহার না করিলেও ২ টাকা ৫০ পয়সা বিল উঠতো। এ ছাড়া শুভাকাঙ্খীর স্মরণ থাকা সম্ভব যে পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ গ্রন্থাগার হতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে মাঝে মাঝে গ্রন্থাগারের সম্মুখস্থ মাঠে চলচ্চিত্র দেখাতেন। ইলেকট্রিক বিল বেশী উঠলে তাতে কি গ্রন্থাগারিকের কোন স্বার্থ জড়িত থাকে? বরং তা দ্বারা বেশী সময় গ্রন্থাগার খুলে রেখেছেন তাই প্রমাণ হয়। এবং আমরা প্রত্যেকই চাইবো গ্রন্থাগার বেশী সময় খুলে রেখে জনসাধারণের অধিক ব্যবহারের সুযোগ ঘটুক। (গ) তিনি লিখেছেন,

"শোনা যায় শ্রী আচার্য নাকি প্রচার করেন ……… সত্য কি?" শুভাকাঙ্খীমশায় বহু মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি এ ধরণের কথা কখন ও কোথায় শুনেছেন আমি জানি না। তবে আমার যতটুকু স্মৃতি-শক্তি রয়েছে এবং যার উপর নির্ভর করে আমি এই অপপ্রচারের প্রতিবাদ জানাচ্ছি, মুর্শিদাবাদ সমাজশিক্ষাধিকারিক আমার দাদার বন্ধু বলে আমি আজও জানি না এবং আমার উপরে তিন দাদা রয়েছেন সমাজশিক্ষাধিকারিক কোন দাদার বন্ধু তাও আমি জানি না এবং আমার যতদূর মনে হয় যে এ ধরণের বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করা বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক ও মাননীয় সভাপতি, সম্পাদক, ও মাননীয় ডি-এস-ই-ও মহাশয়কে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত-ভাবে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্যই এই অসত্যের বেসাতি শুভাকাঙ্খী ভদ্রলোক শুরু করেছেন। (ঘ) শুভাকাঙ্খী লিখেছেন, 'সরকারী নিয়ম অনুসারে…… কাগজ পড়েন'। দৈনিক আট ঘণ্টা হিসাবে গ্রন্থাগার খুলিয়া রাখা সম্বন্ধে তাহার ধারণাও ভিত্তিহীন। সরকারী নিয়মানুযায়ীই গ্রন্থাগার খোলা থাকে এবং তিনি অনুসন্ধান করিলেই তাহা জানিতে পারিতেন। (ঙ) শ্রী আচার্য্যের পূর্ববর্ত্তী গ্রন্থাগারিকের আমলেও শিশু বিভাগ চালু ছিল না। এবং এ সম্বন্ধে আমার কিছু জ্ঞান নেই। এক্ষণে অনুসন্ধানে জানা গেল প্রথম সম্পাদক শ্রীবিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটি শিশু বিভাগ চালু করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বহু চেষ্টা সত্বেও শিশুদের উপস্থিতির অভাবে তাহা চালু হয় নাই। শুভাকাঙ্খী মহাশয়ের এতদিন পর বর্ত্তমান গ্রন্থাগারিকের উপর কাদা ছিটানোর জন্যই কি একথা মনে পড়ল? শুভাকাঙ্খীর এ ধরণের প্রয়াসে বোঝা যাচ্ছে তিনি নর্দমা পরিদর্শকের ভূমিকাতে অবতীর্ণ হয়েছেন। কারণ কেন এই ঘটনাগুলি তার চোখে পড়ল না যে শ্রী আচার্য্যের আমলেই দীর্ঘকাল পর পাঠাগারের পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন হয়েছিল, যে অনুষ্ঠানে মাননীয় এস-ডি-ও, মাননীয় ডি-এস-ই-ও ও 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র, কোলকাতা থেকে প্রকাশিত) এই প্রয়াসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ এই পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক ও সাইকেল পিওন রিজার্ভ ফণ্ডের অভাবে নিয়মিত বেতন পান না এমন কি দশ মাস পর্য্যন্ত বেতনের টাকা বাকী থাকে—সে ব্যাপারে শুভাকাঙ্খীর, চিন্তার কোন আভাষ তার বক্তব্যে অনুপস্থিত। তৃতীয়তঃ অর্থাভাবে পাঠাগারের বই বাঁধানো এবং সমস্ত প্রকার দৈনিক পত্রিকা এখন আর রাখা সম্ভব হচ্ছে না—সে ব্যাপারে পাঠাগারের একজন শুভাকাঙ্খী কেমন করে নীরব থাকলেন? শুভাকাঙ্খী গঠনমূলক কোন আলোচনা না করে অসত্যের বেসাতি করেছেন এবং অপপ্রচারের দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে পাঠাগারের তথা গ্রন্থাগারিকের ক্ষতিসাধনের চেষ্টায় করেছেন। তাই কাদা ছিটানোর রাস্তা বেছে নিয়েছেন। ইতি—

বিনীত—

স্বদেশ আচার্য্য, গ্রন্থাগারিক,

দেশবন্ধু যতীনদাস পাঠাগার

*৯ই অগ্রহায়ণ তারিখের "জঙ্গিপুর সংবাদে" প্রকাশিত "দেশবন্ধু যতীনদাস পাঠাগারের বর্ত্তমান অবস্থা" প্রবন্ধ নহে, উহা একখানি প্রাপ্ত-পত্র মাত্র। গ্রন্থাগারিক মহাশয়ের প্রতিবাদ-পত্রে বহু বর্ণাশুদ্ধি ছিল তাহা সংশোধনের ত্রুটি লইয়া আমাদের রুটিতে হাত দিবেন না। "দেশবন্ধু যতীনদাস পাঠাগার" গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড প্রতিষ্ঠান। ঐ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক "পশ্চিমবঙ্গ ইলেকট্রিসিটী বোর্ড" এর ক্ষতি করিয়া অন্য হোল্ডিং এ বিদ্যুৎ কনেকসন দিতে পারেন কি না তাহা জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

—সম্পাদক

সাইকেলে শিলিগুড়ি হইতে কাকদ্বীপ

শ্রীহেমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীদীপ্তেন্দ্রমোহন বিশ্বাস নামে দুইজন যুবক সাইকেলে শিলিগুড়ি হইতে কাকদ্বীপ যাওয়ার পথে বিগত ১৬ই ডিসেম্বর তাঁরা রঘুনাথগঞ্জে আসেন। তাঁরা "জঙ্গিপুর সংবাদ" কার্য্যালয়ে আসেন ও দাদাঠাকুরের সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন। আমরা উৎসাহী যুবকদ্বয়ের সাফল্য কামনা করি।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।